আন-নামাল | An-Naml | ٱلنَّمْل

আয়াতঃ ২৭ : ১৫

আরবি মূল আয়াত:

وَ لَقَد اٰتَينَا دَاوٗدَ وَ سُلَيمٰنَ عِلمًا وَ قَالَا الحَمدُ لِلّٰهِ الَّذِى فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيرٍ مِّن عِبَادِهِ المُؤمِنِينَ ﴿١٥﴾

অনুবাদসমূহ:

আর অবশ্যই আমি দাঊদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছি এবং তারা উভয়ে বলল, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যিনি তাঁর অনেক মুমিন বান্দাদের উপর আমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন’। — আল-বায়ান

আমি দাঊদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। তারা উভয়ে বলেছিল, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর বহু মু’মিন বান্দাদের উপর আমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন।’ — তাইসিরুল

আমি অবশ্যই দাউদকে ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম এবং তারা বলেছিলঃ প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মু’মিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। — মুজিবুর রহমান

And We had certainly given to David and Solomon knowledge, and they said, "Praise [is due] to Allah, who has favored us over many of His believing servants." — Sahih International

১৫. আর অবশ্যই আমরা দাউদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম(১) এবং তারা উভয়ে বলেছিলেন, ‘সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মুমিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।(২)

(১) এখানে নবীদের নবুওয়ত-রিসালত সহ যাবতীয় প্রশস্ত জ্ঞান সবই উদ্দেশ্য। [ইবন কাসীর; জালালাইন; সা’দী] যেমন দাউদ আলাইহিস সালামকে লৌহবর্ম নির্মাণ শিল্প শেখানো হয়েছিল। নবীগণের মধ্যে দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালাম এই বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন যে, তাদেরকে নবুওয়ত ও রেসালতের সাথে রাজত্ব দান করা হয়েছিল। তাদেরকে বিচার-ফয়সালার জ্ঞানও প্রদান করা হয়েছিল। সুলাইমানের রাজত্ব এমন নজিরবিহীন যে, শুধু মানুষের উপর নয়- জিন ও জন্তু-জানোয়ারদের উপরও তার শাসন ক্ষমতা ছিল।

(২) আসলে আল্লাহর দেয়া যে ক্ষমতা তাদেরকে দেয়া হয়েছে তাকে আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত। কারণ, এ ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার ও অপব্যবহারের জন্য তাদেরকে প্রকৃত মালিকের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ফিরআউন শাসন ক্ষমতা ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা, এগুলো লাভ করেছিল এবং দাউদ ও সুলাইমান আলাইহিমাস সালামও সে ধরনের নেয়ামত লাভ করেছিলেন। কিন্তু অজ্ঞতা তাদের মধ্যে কত বড় ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে তা বর্ণনার জন্যই এখানে সুলাইমান আলাইহিস সালামের ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। [আত-তাহরীর

ওয়াত তানওয়ীর]

তাফসীরে জাকারিয়া

(১৫) আমি অবশ্যই দাঊদ ও সুলাইমানকে জ্ঞান দান করেছিলাম[1] এবং তারা বলেছিল, ‘প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু বিশ্বাসী দাসের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।’

[1] সূরার প্রথম দিকে বলা হয়েছে যে, এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে নবী (সাঃ)-কে শিখানো হচ্ছে। আর তার প্রমাণস্বরূপ মূসার ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হল। এখন দ্বিতীয় প্রমাণ দাঊদ ও সুলাইমান (আলাইহিমাস সালাম) এর এই ঘটনা। নবীদের এ সমস্ত ঘটনাবলীর বিবরণ এই কথারই প্রমাণ বহন করে যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) সত্য রসূল। এখানে জ্ঞান বলতে নবুঅতের জ্ঞান ছাড়া দাঊদ ও সুলাইমান (আলাইহিমাস সালাম)-কে বিশেষভাবে যে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তাকে বুঝানো হয়েছে। যেমন দাঊদ (আঃ)-কে লোহা থেকে বিভিন্ন জিনিস তৈরী করার জ্ঞান এবং সুলাইমান (আঃ)-কে জীব-জন্তুর ভাষা বা বুলি বুঝার জ্ঞান দান করা হয়েছিল। এই দুই পিতা-পুত্রকে আরো অনেক কিছু দান করা হয়েছিল। কিন্তু এখানে শুধু জ্ঞানের কথা উল্লেখ হয়েছে। যাতে বুঝা যাচ্ছে যে, জ্ঞান হল আল্লাহর সব চেয়ে বড় নিয়ামত।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=3174

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন